মডিউল = 16

১

- ইলমুল গায়েবের পরিচয়

২

- ইলমুল গায়েবের প্রকারভেদ

ইলমুল গায়েবের পরিচয়

“ গায়েব ” -এর আভিধানিক অর্থ হল কোন জিনিস গোপন থাকা । যে জিনিস আমাদের থেকে গোপন রয়েছে তাকেও গায়েব (غيب) বলা হয় ।

আর শরীআতের পরিভাষায় “ গায়েব ” বলা হয় যা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট । ইবনে কাছীর (রহ .) সুদ্দী ও মুররা হামাদানীর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা .) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা .) থেকে বর্ণনা করেন ,

أما الغيب: فما غاب عن العباد من أمر الجنة و أمر النار و ما ذكر في القرآن(تفسير ابن كثير. 1/43)

অর্থাৎ “ গায়েব হল ঐ জিনিস , জান্নাত জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে । (ইবনে কাছীর, ১/৪৩)

আইম্মায়ে আহনাফের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ' মাদারেক' - এ বলা হয়েছে ,

والغيب: هو مالم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق

অর্থাৎ , ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয় , যার উপর কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয় ।

ইলমুল গায়েবের প্রকারভেদ

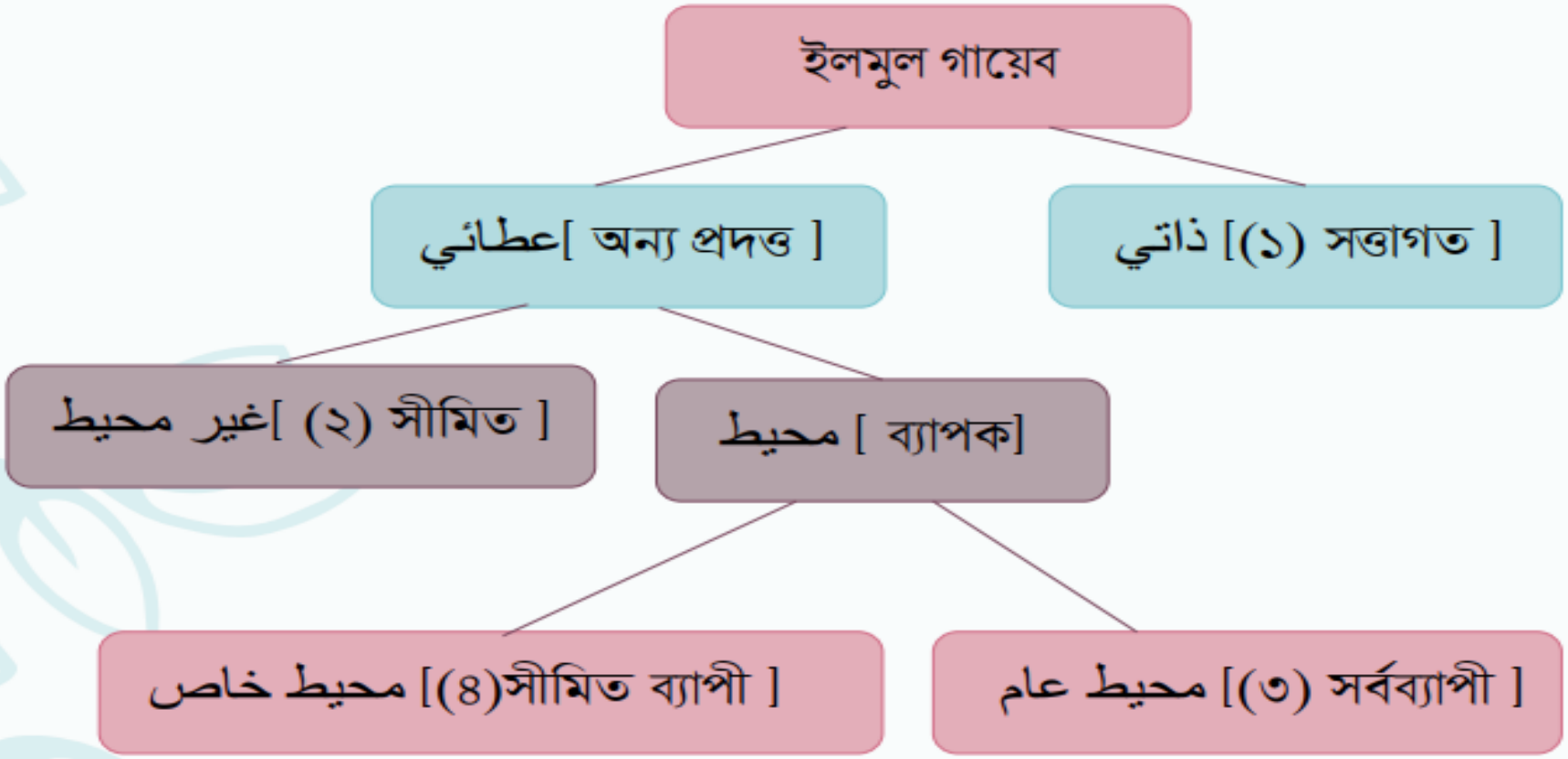

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে তিনটির হুকুম প্রায় সর্বসম্মত । মতানৈক্য শুধু ১টি ' তথা ৪ চতুর্থটির মাঝে । আর এ মতানৈক্যটাই ইলমে গায়েব - এর ইখতিলাফ হিসাবে খ্যাত ।

স্তর চতুষ্ঠয়ের হুকুম:

প্রথম প্রকার:

علم غائب ذاتي অর্থাৎ , যে গায়েব - এর জ্ঞানটা (ذاتي) তথা সত্তাগত অর্থাৎ , যার মাঝে অন্যের কোন হস্তক্ষেপ নেই । এ প্রকার ইলমে গায়েবের ব্যাপারে সকলেই একমত , যে , এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস (خاص) । কেউ যদি কোন রসূলের জন্য কিংবা কোন ওলির জন্যে সামান্যতম এরূপ সত্তাগত জ্ঞান সাব্যস্ত করে , তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে ।

২য় প্রকার:

علم غائب عطائي غير محيط অর্থাৎ , যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائي) এবং সেটা غير محيط তথা সীমিত । অর্থাৎ , সামগ্রিক জ্ঞান নয় বরং বিশেষ বিশেষ জ্ঞান । এ প্রকার ইলমে গায়েব গাইরুল্লাহর জন্য প্রমাণিত । কেননা, আল্লাহ তাআলা আইম্মায়ে কেরামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে কিছু বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন । সেমতে ওহী এবং ইলহামের মাধ্যমে যে সকল গায়েব - এর বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অবগত হয়েছেন । তা ছাড়া দুনিয়ার সকল বিষয়ে পুংখানুপুংখ জ্ঞান তাদের নেই ।

৩য় প্রকার: علم غائب عطائي محيط عام অর্থাৎ , যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائي) এবং সেটা محيط عام তথা সর্বব্যাপী । অর্থাৎ , আদি অন্তের সমস্ত বিষয়ের মৌলিক (كلي) জ্ঞান । এ প্রকার ইলমে গায়েবের ব্যাপারে সকলের সর্বসম্মত বিশ্বাস হল এ প্রকারটিও আল্লাহর জন্য খাস । সুতরাং যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করে যে , রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সার্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত , আল্লাহ তাআলার ইলম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ইলমের মাঝে শুধু ذاتي আর عطائي এর পার্থক্য , তাহলে এই ধারণা পোষণকারীও মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে ।

এ সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ .) উল্লেখ করেন ,

من اعتقد تسوية علم الله و رسوله يكفر إجماعا كما لا يخفي. (الموضوعات الكبرى...119)

অর্থাৎ , যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ইলমের মাঝে সমতার বিশ্বাস রাখে , তাকে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বলা হবে ; যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় । (আল মাউযুআতুল কুবরা, পৃ:১১৯)

৪র্থ প্রকার :

علم غائب عطائي محيط خاص অর্থাৎ , যে গায়েবের জ্ঞানটা অন্য কোন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত (عطائي) এবং সেটা আদি অন্তের অর্থাৎ , পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সীমিত ব্যাপী (محيط خاص) জ্ঞান । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা - বিশ্বাসমতে এ প্রকারটিও আল্লাহর জন্য খাস একান্ত ।

নবী করীম (সা.)এর গায়েব জানা সম্পর্কে সারকথা:

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর গায়েব জানা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা - বিশ্বাস হল- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর শান মত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে , অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে, কবরের অবস্থা , হাশরের ময়দানের চিত্র , জান্নাত , জাহান্নামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে যা কোন নবী কিংবা কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাকেও দেয়া হয়নি । যার আন্দাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন ।

তবে সেটা আল্লাহ তাআলার “ সর্ববিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান " -এর সামনে কিছুই নয় । তবে বিদআতীদের আকীদা - বিশ্বাস হল যা কিছু হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে- সেই সবকিছুর জ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ছিল । পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর জ্ঞান বহির্ভুত নয় । তাদের বক্তব্য হল- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর আদি অন্তের সবকিছুর (ما كان و ما يكون) -এর জ্ঞান ছিল । (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ: ৫৯২-৫৯৬)

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল:

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে "গায়েব" - এর জ্ঞান "(علم الغيب) বিষয়ক আল্লাহর বিশেষ সিফাত বা বৈশিষ্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । আর সমস্ত মাখলুক থেকে এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও "গায়েব" - এর জ্ঞান ” কে না (نفى) করা হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ।

১.আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ: (হে নবী) আপনি বলুন! আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আসমান-যমীনে অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। এবং তারা জানে না কখন তারা উত্থিত হবে। (সূরা নামল, আয়াত-৬৫)

২.আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

অর্থ: (হে নবী) আপনি বলুন! আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং তা ছাড়া আমি গায়েব জানি না, এবং আমি তোমাদের এটাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ হয় আমি কেবল তারই অনুসরন করি। (সুরা আন'আম, আয়াত- ৫০)

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ: কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। তিনি বারি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন জরায়ুতে কী রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত । (সুরা আন'আম, আয়াত- ৩৪)

৪.আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থ: অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (সুরা আন'আম, আয়াত- ৫৯)

৫.আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থ: (হে নবী) আপনি বলুন! আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতিত আমার নিজের ভাল মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। (সুরা আ'রাফ, আয়াত-১৮৮)

কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলো:

হাদীস নং ১:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন, সে মিথ্যাবাদী। কারণ নবীজি (স.) নিজেই বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না। (বুখারী, হাদীস নং- ৭৩৮০)

২নং হাদীস:

عن اياس بن سلمة عن ابيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ عَقُوقٍ يَتْبَعُهَا مُهْرُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ» قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: فَمَتَى نُمْطَرُ؟ قَالَ: «غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: فَمَا فِي بَطْنِ فَرَسِي؟ قَالَ: «غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

উপরোক্ত হাদীসের সারাংশ হল, এক অশ্বারোহী নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গায়েবের বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করল, ১. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? ২. আমাদের উপর বৃষ্টি কখন বর্ষন হবে? ৩. আমার ঘোড়ার পেটের বাচ্চাটি কি (নর না মাদী)? নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবগুলোর উত্তরে বলেছেন, এটা গায়েবের বিষয় আর গায়েব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেনা । এখন আমার প্রশ্ন হল যদি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেনই তাহলে তিনি উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে একথা কেন বললেন যে, ইহা গায়েবের বিষয় ,আর গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না? (আল মু'জামুল কাবীর,হাদীস নং : ৬৬৪৫)

৩নং হাদীস:

عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالُوا: أَبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ،

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তার কতক বিবির নিকট গমন করলেন, তখন তাদের ঘরে যে খেজুর ছিল তার চেয়ে উত্তম খেজুর দেখে বললেন, তোমরা এ খেজুর কোথা থেকে পেলে? তারা বলল, আমরা আমাদের দুই সা’ (নিম্নমানের খেজুর) এর বিনিময়ে এক সা’ (উত্তম খেজুর) গ্রহন করেছি।) (মুসান্নাফে আব্দুর রায¨াক,হাদীস নং : ১৬১৯১

এবার বলুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেনই তাহলে বিবিদেরকে কেন প্রশ্ন করলেন যে, তোমরা এ খেজুর কোথা থেকে পেলে?

৪নং হাদীস:

আমের ইবনে মালেক নামে এক ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নজদবাসীর নিকট কিছু সাহাবী প্রেরণ করা হয় আর তারা নজদবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাহলে আমি আশা করি তারা ইসলাম গ্রহন করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয়। তখন সে বলল, আমি তাদের দায়িত্ব নিব। সুতরাং তার দায়িত্ব গ্রহনের শর্তে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তরজন সাহাবীর এক জামা‘আত যারা ক্বারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন,তাদেরকে নজদে প্রেরণ করলেন। যখন এই কাফেলা বীরে মা‘ঊনা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন নজদবাসী এই সত্তরজন সাহাবীর কাফেলাকে শহীদ করে ফেলল। (বুখারী, হাদীস নং: ৩০৬৪)

সম্মানিত পাঠক! নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন যে, তারা সত্তরজন জালীলুর কদর সাহাবীকে শহীদ করে ফেলবে, তাহলে কি নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে প্রেরণ করতেন? তিনি কি এতটাই নির্দয়? (নাঊযুবিল্লাহ

৫নং হাদীস:

খাইবার যুদ্ধের পর যাইনাব বিনতে হারিস নামক এক ইয়াহুদী মহিলা কোন কৌশলে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত হাদিয়া পেশ করল। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত মুখে দেওয়া মাত্রই ‘গোশতের টুকরাটি’ বিষ মিশ্রিত হওয়ার বিষয়টি নবীজীকে জানিয়ে দিল। সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে নবীজীর সঙ্গী সাহাবী বিশর ইবনে বারা (রাযি.) তা গলধঃকরণ করে ফেলেন। ফলে এর বিষক্রিয়ায় তিনি ইন্তিকাল করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর বিষক্রিয়ায় কিছুটা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফলে তিনি চিকিৎসা স্বরূপ শিংগা লাগান এবং পরবর্তীতে যখন নবীজী মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখনও তিনি উক্ত বিষক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। (বুখারী, হাদীস নং- ৪২৪৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহয়া: ৪/১২৭-১২৮)

এখন পাঠকের নিকট আমার প্রশ্ন হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে কি তিনি বিষমিশ্রিত গোশত নিজে মুখে দিতেন এবং নিজ সাহাবীকে খেতে দিতেন? উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীমুল গায়েব ছিলেন না।আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ (চাই সে নবী হোক কিংবা ফেরেশতা) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না